ভোরের কাগজ

# ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পরিকল্পনা বা
# ছাত্রদলকে মাঠে নামানো হচ্ছে

**মোশাররফ বাবলু :** জোট সরকার ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে এসেছে। বিরোধী দলগুলোকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য ছাত্রদলকে আবারো মাঠে নামানো হচ্ছে। ছাত্রদলকে নতুন ধারার রাজনীতির জন্য ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পরেই ছাত্রদলের নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করা হবে। বনানীস্থ হাওয়া ভবনে ছাত্রদলের নয়া কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলছে বলে বিএনপির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত অক্টোবরের নির্বাচনে বিএনপিসহ চারদলীয় জোট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ায় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতাকর্মী-সমর্থকরা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জায়গা-জমি দখল, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-নির্যাতন শুরু করে। ছাত্রদ সন্ত্রাসীদের দখলের প্রক্রিয়া থেকে গণসৌচাগারও বাদ পে এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা, গ্রামে-গঞ্জে, সা নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার, ভয়-ভীতি, নারী নির্যাতন, অপহরণ, চাঁদাবাজি, খুনের ঘটনা প্রতিনিয়ত হচ্ছে। এতে সরকারের দেশে-বিদেশে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে থাকে। ছাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির কতিপয় সদস্য টেন্ডারবাজিতে মেতে ওঠে। কার্যক্রম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নি ছাত্রদলের সভাপতি সাংসদ নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে ৫ করা হয়। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যক্রমও স্থগিত ঘোষণা করা ছাত্রদলের সভাপতির পদ থেকে পিন্টুকে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজনে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হবে

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

## ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পরিকল্পনা বাদ

● প্রথম পাতার পর

বলে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সংসদে বক্তব্য রাখেন। গুলশানের স্থানীয় একটি হোটেলে বিএনপি আয়োজিত ইফতার পার্টিতে উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে দলের মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, আইন করে হলেও ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হবে। এ ব্যাপারে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে এ পর্যন্ত সরকারি দল ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার ব্যাপারে বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করেনি। ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা হলেও রাজনীতি করা বন্ধ হয়নি। বর্তমানে সরকার তাদের ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ না করে বরং সরকার নতুন ধারায় রাজনীতিতে ছাত্রদলকে রাজপথে নামানোর উদ্যোগ নিয়েছে বলে হাওয়া ভবনের একটি সূত্র জানায়।

এদিকে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত থাকায় বিরোধী দলের কোনো কর্মসূচির প্রতিবাদ সরকার করতে পারছে না। এ নিয়ে বিএনপির মধ্যেই মতভেদ শুরু হয়েছে। বিএনপির একটি পক্ষ ছাত্রদলকে আবার চাঙ্গা করার জন্যে নতুন কমিটি গঠনে দলের চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে। শুধু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই নয়, হাওয়া ভবনে তারেক জিয়ার সঙ্গেও বিএনপির শীর্ষ নেতারা যোগাযোগ রাখছেন। নেতারা চান শিগগির ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন করা হোক। তাদের দাবি ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে জনমত গড়ার চেষ্টা করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে। ফলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার চিন্তা-ভাবনা থেকে সরকার সরে আসতে বাধ্য হয়। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বাইরে রেখে কিভাবে ছাত্রদলকে নতুন ধারার রাজনীতিতে আনা যায় সেই পরিকল্পনা বিএনপির মধ্যে শুরু হয়েছে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম প্রায় ৪ মাস যাবৎ স্থগিত রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দলের চেয়ারপারসন ছাত্রদলের কার্যক্রম লক্ষ্য করছেন। এ অবস্থায় ছাত্রদলকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজানোর পক্ষেই শীর্ষ নেতাদের মতামত বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবারের কমিটিতে বেশি বয়সের ছাত্রদের রাখা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রদের কমিটিতে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বনানীস্থ হাওয়া ভবন থেকে এর কার্যক্রম মনিটর করা হচ্ছে। হাওয়া ভবন মূলত এখন দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয় হিসেবে সরকারের মন্ত্রীদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করছে। প্রধানমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমান হাওয়া ভবনে নিয়মিত বসে দলের চেয়ারপারসনের আ পরিচালনা করছেন বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে গতকাল রাতে বিএনা একজন দায়িত্বশীল নেতা নাম প্রক অনিচ্ছুক হিসেবে জানান, আমা প্রধানমন্ত্রী ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার ব্যাপ সকল মহলের সহযোগিতা চেয়েছেন। কোনো রাজনৈতিক দল সহযোগি করেনি। বরং তাদের ছাত্র সংগঠনগু রাজনীতির নামে বিভিন্ন স্থ পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চা যাচ্ছে। আর সেখানে সরকারি ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় ছাত্ররাজনীতি এদেশে থাকা প্রয়োজন। ত আন্দোলনের আগে থেকেই এদে ছাত্ররাজনীতি ছিল। বিএনপির অঙ্গসংগ ছাত্রদলের কার্যক্রম আবার চালু হলে আ স্বাগত জানাবো। কারণ বিরোধী দল রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে